মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের ৫ দালালকে ৫ দিনের কারাদন্ড

সরকারি হাসপাতালে আগত সাধারণ রোগীদের ভুল বুঝিয়ে বেসরকারি ডায়াগনোস্ট্রিক সেন্টারে নিয়ে যাওয়া ও জনদূর্ভোগ সৃষ্টির অপরাধে ৩ নারীসহ ৫ জন দালালকে ৫ দিন করে বিনাশ্রম কারাদন্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোছা: রনী খাতুন।

আজ মঙ্গলবার (৯ মে) দুপুরের দিকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল চত্ত্বরে সদর থানার পুলিশের সহযোগীতায় অভিযান চালিয়ে এসব দালালকে আটক করে ভ্রাম্যমান আদালত।

দন্ডিতরা হলেন, মেহেরপুর জেলা শহরের গোরস্থানপাড়া এলাকার মো: মিন্টু আলীর স্ত্রী খাজুরা খাতুন(৩৫), সদর উপজেলার বাঁড়িবাকা গ্রামের ইজারুল ইসলামের স্ত্রী সুমি খাতুন (৩২), যাদবপুর গ্রামের আনারুল ইসলামের ছেলে জামাল উদ্দীন (৩২), দিঘিরপাড়া গ্রামের দেলোয়ার হোসেনের ছেলে সোহাগ হোসেন (৩২) ও দিঘিরপাড়া গ্রামের আলাউদ্দীনের মেয়ে জেসমিন খাতুন (৩৩)।

জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোছা: রনী খাতুন বলেন, দন্ডিতরা দীর্ঘদিন যাবৎ হাসপাতালে আসা গ্রামের রোগীদের ভুল বুঝিয়ে সরকারি সেবা থেকে বঞ্চিত করে বিভিন্ন প্রাইভেট ক্লিনিকে ও ডায়াগনোস্ট্রিক সেন্টারে নিয়ে গিয়ে কমিশন বাণিজ্য করে থাকেন। এতে রোগীদের সময়, অর্থ ও স্বাস্থের হানি ঘটে। এদের বারবার শতর্ক করার পরেও প্রতিনিয়ত এই অনৈতিক কাজ করে থাকেন। আজ মঙ্গলবার তাদের আটক করে দন্ড বিধি ১৮৬০ এর ২৯১ ধারায় প্রত্যেককে ৫ দিন করে বিনাশ্রম কারাদন্ড দিয়ে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এসময় মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি), সাইফুল ইসলাম, জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলমসহ পুলিশের একটি টিম ভ্রাম্যমান আদালতকে সহযোগীতা করেন।

উল্লেখ্য, দন্ডিতদের এর আগেও বেশ কয়েকবার আটক করে ভ্রাম্যমান আদালতে নিয়ে জেল ও জরিমানা করা হয়েছে। তাদের বিভিন্নভাবে শতর্ক করা হয়েছে। তারপরেও তারা একই কাজ বার বার করেন।

মুজিবনগরে মাদক বিরোধী অভিযানে ৩ জন আটক

মুজিবনগরে মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৩ মাদকসেবীকে আটক করেছে থানা পুলিশ।

আটকরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার পুরন্দরপুর গ্রামের বাসাদ আলীর ছেলে সবুজ (২৭), মোনাখালি গ্রামের মৃত আজিজুল ফকিরের ছেলে ফারুক হোসেন (২৫) ও ভবেরপাড়া গ্রামের মৃত জয়নাল আবেদীনের ছেলে লাল চাঁদ (৪২)।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে উপপরিদর্শক (এসআই) উত্তম কুমার সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে এসব আসামিদের আটক করেন।

গতকাল সোমবার (৮ মে) দিনের বিভিন্ন সময়ে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামিদের আটকের পরে তাদের হাসপাতালে নিয়ে ডোপ টেস্ট করে মাদকাসক্ত হিসেবে চিহিৃত হয়।

পরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে থানায় মামলা দিয়ে সন্ধ্যার দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

মেহেরপুরে ১৫ মে বোম্বায়, ২৫ মে হিমসাগর আম ভাঙা শুরু

মেহেরপুরে ১৫ মে বোম্বায় এবং ২৫ মে হিম সাগর আম ভাঙার জাত ভেদে আম ভাঙার তারিখ নির্ধারণ করেছে জেলা প্রশাসন। নিরাপদ, বিষমুক্ত ও পরিপক্ক আম বাজারজাত নিশ্চিত করতে স্থানীয় আমচাষী ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আজ সোমবার মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সভাকক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা শেষে এই তারিখ নির্ধারণ করা হয়।
এছাড়া অন্য জাতের আমগুলোর মধ্যে গোপালভোগ ১৮ মে, ফজলি ২০ জুন, ল্যাংড়া ২৮ মে এবং আম্রপালি ৫ জুন থেকে ভাঙা যাবে। সবার শেষে ১৫ জুলাই থেকে ভাঙা যাবে বিশ্বনাথ, আশ্বিনা ও বারি-৪ জাতের আম।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন, মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিপ্তরের উপপরিচালক (ডিডি) শংকর কুমার মজুমদার, মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড. মহা: আব্দুস সালাম, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোছা: রনী খাতুন, আম ব্যবসায়ী সাইদুল ইসলাম শাহিন, আলাউদ্দীন আলী, হারুন অর রশিদসহ জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম বলেন, ‘অসময়ে আম পাড়া বন্ধে এবং ক্যালসিয়াম, কার্বাইড, পিজিআর, ফরমালিন, ইথিফনের মতো কেমিক্যাল ব্যবহারের মাধ্যমে যেন আম পাকানো না হয়, তার জন্য গাছ থেকে আম নামানোর ক্ষেত্রে সময় বেধে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি ভ্রাম্যমাণ আদালত এবং পুলিশ কঠোরভাবে মনিটরিং করবে।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, জেলায় চলতি মৌসুমে আমের চাষ হয়েছে ২৩ হাজার ৪০ হেক্টর জমিতে। প্রতি হেক্টর জমিতে ১৭ থেকে ১৮ মেট্রিক টন হিসেবে আমের সম্ভাব্য উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪০ লক্ষ মেট্রিক টন।

মেহেরপুরে অনলাইন কজ লিস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম পরিচালনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালার

https://causelist.judiciary.gov.bd/

মেহেরপুরে বিশ্ব রেডক্রিসেন্ট দিবস পালিত

বর্ণাঢ্য র্যালী আলোচনা সভাসহ নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে মেহেরপুর বিশ্ব রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট দিবস পালিত হয়েছে।

দিবসটি উপলক্ষে আজ সোমবার (৮ মে) সকালে জেলা পরিষদ চত্বরে জাতীয় পতাকা ও রেড ক্রিসেন্ট পতাকা উত্তোলন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মহা: আব্দুস সালাম। পতাকা উত্তোলন শেষে একটি বর্ণাঢ্য র্যালী বের হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মেহেরপুর জেলা পরিষদ মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা রেড ক্রিসেন্টের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মহা: আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট একরামুল হক হীরা, জেলা রেড ক্রিসেন্ট এর কার্যনির্বাহী সদস্য মেহেরপুর জেলা পরিষদের সদস্য শামীম আরা হীরা, জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক উপদেষ্টা আলহাজ্ব আসকার আলী, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রব বিশ্বাস, যুব রেড ক্রিসেন্ট এর প্রধান খন্দকার শামসুজ্জোহা সোহাগ প্রমুখ।

সঞ্চালনায় ছিলেন, মেহেরপুর জেলা রেড ক্রিসেন্টের লেভেল অফিসার মোক্তার হোসেন।

মেহেরপুর শহরে ফার্নিচার গ্যালারিতে আগুন, ৪ লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি

মেহেরপুর শহরের মসার্স রাবেয়া ফার্নিচার গ্যালারি নামের একটি

ফার্নিচার বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় প্রায় ৪ লক্ষাধিক টাকার মালামাল পুড়ে ভস্মিভূত হয়েছে।
রবিবার দিবাগত রাত আনুমানিক সাড়ে ১২ টার দিকে মেহেরপুর শহরের শহীদ গফুর সড়কের মেসার্স রাবেয়া ফার্নিচার গ্যালারিতে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

মেসার্স রাবেয়া ফার্নিচার গ্যালারি মালিক শরিফুল ইসলাম জানান, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটে অগ্নিকান্ডের ঘটনা থেকে এই ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আকস্মিকভাবে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তার প্রায় ৪ লাখ টাকার মালামাল পুড়ে গেছে বলে জানান তিনি।
খবর পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা ঘটনা স্থলে পৌঁছে আগুন আওতায় আনে। তার আগেই মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

মেহেরপুরে কৃষকের ধান কেটে দিলো স্বেচ্ছাসেবক লীগ

মেহেরপুরের হরিরামপুর গেট সংলগ্ন জমিতে কৃষক জয়নাল আবেদীনের ধান কেটে দিচ্ছেন মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতাকর্মীবৃন্দ।

আজ সোমবার (৮ মে) সকালের দিকে হরিরামপুরে গ্রামে কৃষক জয়নাল আবেদীনের ধান কেটে দেন মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতাকর্মীবৃন্দ।

কৃষক জয়নাল আবেদীন বলেন আমি দেড় বিঘা ধান লাগিয়েছি আমার ধান কাটতে অসুবিধা হচ্ছিল তাই আমি মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সদস্য সচিব বারিকুল ইসলাম লিজন ভাইকে ফোন দিয়ে আমার সমস্যার কথা বলি আজ তারা আমার ধান কেটে দিচ্ছে তিনি আরো বলেন বর্তমানে লেবারের যে দাম আমার এই ধান কাটতে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা খরচ হতো।

মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সদস্য সচিব বারিকুল ইসলাম লিজন বলেন কৃষকদের শোনার ফসল সঠিক ও সুস্থভাবে বাড়িতে পৌঁছাতে পারে

তারি ধারাবাহিকতায় মেহেরপুর জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতৃবৃন্দ জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির নেতৃত্বে আজকের এই প্রোগ্রাম আমরা হাতে নিয়েছি। আগামী দিনেও আমাদের ধানকাটা কর্মসূচি চলমান থাকবে।

তিনি আরও বলেন যদি কোন কৃষক ভাই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে মেহেরপুর জেলা শাখার স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতৃবৃন্দদের জানাই আমরা তড়িৎ গতিতে পদক্ষেপ নিয়ে কৃষকের সোনার ফসল ঘরে তুলে দেওয়ার জন্য সার্বক্ষণিক চেষ্টা করব।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সদর থানা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক সানোয়ার হোসেন, সদর থানা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ন আহবায়ক ওয়াসিম আহমেদ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সদস্য রাশেদুল হাসান আনন্দ, আমঝুপি ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি মিনারুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক জিয়া, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক শিক্ষা ও পাঠ্য সম্পাদক মিজানুর রহমান আবু সহ বিভিন্ন নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার-৬

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৬ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।
এদের মধ্যে নিয়মিত মামলার ৪, আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ১ ও পুলিশের দায়ের করা ১৫১ ধারায় ১ জন আসামি রয়েছে।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে রবিবার সকাল থেকে আজ সোমবার (৮ মে) ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হয়েছে। এদের মধ্যে সদর থানা পুলিশ নিয়মিত মামলায় ১ ও পুলিশের দায়ের করা ১৫১ ধারায় ১ জনসহ ২ আসামি, গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলায় ৩ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১ আসামি গ্রেফতার

করেছে।
গাংনী থানা ও সদর থানা পুলিশের সূত্র এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। গ্রেফতারকৃতদের আজ সোমবার সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে পরীক্ষার্থীদের থেকে ৫ হাজার টাকা দাবী

চলতি এসএসসি পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে গাংনী প্রিক্যাডেট এন্ড হাইস্কুলের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে জন প্রতি ৫ হাজার টাকা দাবী করা নিয়ে এখন গাংনীতে শুরু হয়েছে চরম ক্ষোভ ও সমালোচনা।

গত বৃহস্পতিবার গাংনী প্রি ক্যাডেট এন্ড হাইস্কুলের ৩৭ জন পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা শেষে স্কুলে ডেকে নিয়ে এই টাকা দাবী করেন প্রধান শিক্ষক জালাল উদ্দীন।

তবে জালাল উদ্দীন নিজে নয়, গাংনী সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আশরাফুজ্জামান লালু এই টাকা দাবী করেছেন বলে জানান তিনি।

জানা গেছে, গাংনী প্রি ক্যাডেট এন্ড হাইস্কুলের শিক্ষার্থীরা গাংনী সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের মাধ্যমে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছেন। হঠাৎ শিক্ষার্থীদের গত বৃহস্পতিবার পরীক্ষা শেষে বিদ্যালয়ে আসতে বলেন প্রধান শিক্ষক জালাল উদ্দীন। পরীক্ষার্থীরা স্কুলে হাজির হলে প্রধান শিক্ষক জালাল উদ্দীন ও গাংনী সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আশরাফুজ্জামান লালু ভাল রেজাল্ট করিয়ে দেওয়ার নাম করে জন প্রতি ৫ হাজার টাকা দাবী করেন। এই টাকা না দিলে তাদের প্র্যাক্টিক্যাল পরীক্ষা ফেল করিয়ে দেবে বলে হুমকী দেন। পরে ছাত্র ছাত্রীরা তাদের পরিবারের লোকজনকে বিষয়টি জানালে অভিভাবকরা ফুঁসে ওঠেন। পরে

বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হিজলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান মনি’র কাছে যান। বিষয়টি নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী তোলেন তারা।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন অভিভাবক বলেন, আমি প্রচুর টাকা খরচ করে বেসরকারি স্কুলে পড়াচ্ছি। সেই স্কুলের রক্ষক যদি ভক্ষকের ভূমিকা পালন করেন তাহলে আমাদের ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎটা কি হবে। তারা বলেন ৫ হাজার করে টাকা না দিলে আমার সন্তানকে ফেল করিয়ে দেওয়ার হুমকী দিয়েছেন। আমরা বাধ্য হয়ে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতিকে বিষয়টি বলেছি। তারা এও বলেন, আমার সন্তানদের এই টাকা না দেওয়ায় ফেইল করিয়ে দেবে কিনা শংকায় রয়েছে।

এব্যাপারে গাংনী প্রি ক্যাডেট এন্ড হাইস্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মনিরুজজ্জামান মনি সত্যতা স্বীকার করে বলেন, অভিভাবকরা আমার কাছে এসেছিলেন। তাদের সন্তানদের কাছ থেকে ৫ হাজার টাকা দাবী করেছে বলে অভিভাবকরা অভিযোগ দেন। আমি এই ঘটনার সত্যতা পেয়েছি। আমি গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবিহিত করে জালাল উদ্দীনের বহি:স্কার করবো।

এদিকে গাংনী প্রি ক্যাডেট এন্ড হাইস্কুলের অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক জালাল উদ্দীন বলেন, আমি ছেলে মেয়েদের শুধুমাত্র ডেকে স্কুলে নিয়ে এসেছিলাম। প্রধান শিক্ষক আশরাফুজ্জামান লালু শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ৫ হাজার টাকা করে দাবী করেন। আমি সেখানে থাকলেও বিষয়টি আমার অগোচরে হয়েছে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু বলেন বিষয়টি এই মাত্র জানতে পারলাম। খোঁজ খবর নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

মেহেরপুরে বিভিন্ন মামলার ৮ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলায় ৮ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ৪ ও সদর থানা পুলিশের অভিযানে ৪ জন আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকাল থেকে আজ রবিবার (৭ মে) ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশ পুরাতন মামলায় ১ জন আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলায় ১ ও অন্যান্য মামলায় ২ জন আসামি গ্রেফতার করে। এছাড়া মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলায় ২ ও মাদক মামলায় ২ আসামি গ্রেফতার করে।

মেহেরপুর সদর থানা ও গাংনী থানা সূত্রে এই খবর নিশ্চিত করেছে।

আজ রবিবার (৭ মে) দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।